কলকাতা উচ্চ আদালতে

(ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক এক্তিয়ার)

আপিল বিভাগ

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি চম্পা দত্ত (পল)

২০২৩ সালের সিআরআর ১২৫৪

(দায়িত্বপ্রাপ্ত)

পূজন সেন গুপ্ত

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও আরেকজন

আবেদনকারীর জন্যঃ	**শ্রী অয়ন ভট্টাচার্য,** **শ্রী রুদ্র প্রসাদ সিনহা,** **কুমারী শৈলা আফরিন,** **শ্রী রাফাত জাহান,** **কুমারী জয়িতা ব্যানার্জি।**
রাজ্যের জন্যঃ	**কুমারী জারিন এন. খান,** **শ্রী মো. কুতুবুদ্দিন।**
২ নং বিপরীত পক্ষের জন্যঃ	**কেউ নেই**
শুনানির সমাপ্তিঃ	**০৫.০৯.২০২৩**
রায়দান	**০৩.১০.২০২৩**

বিচারপতি, শম্পা দত্ত (পল):

১। আলিপুরের বিজ্ঞ ৮ম জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিচারাধীন ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ১২০খ/৪০৩/৪০৬ ধারার অধীনে সার্ভে পার্ক পুলিশ স্টেশন মামলা নং ১৭ তারিখের ১৭.০১.২০১৭-এর ক্ষেত্রে এফ. আই. আর বাতিল এবং পরবর্তী কার্যধারার জন্য অনুরোধ করে বর্তমান সংশোধনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

২। আবেদনকারীর মামলাটি হল যে আবেদনকারী নং ১-এর বয়স প্রায় ৬৭ বছর এবং তিনি ২০১৭ সালের ১৭ নং পি. এস. মামলার সার্ভে পার্কের প্রকৃত-অভিযোগকারীর কাকা।

৩। আবেদনকারীর শ্যালিকা অনিমা সেনগুপ্ত হলেন প্রকৃত অভিযোগকারীর মা। তিনি ২০১৫ সালে মারা যান এবং ২৮.০১.২০১০ তারিখের অভিযোগকারীর মৃত মায়ের করা উইলের নির্বাহকদের মধ্যে একজন।

৪। চার্জশিটে উল্লিখিত মামলার অভিযোগগুলি, ২০১৯ সালের ৩১.০৩.২০১৯ তারিখের ২৭ নম্বরটি নিম্নরূপঃ-

> *আমি দেখতে পাচ্ছি যে, ২০০৮ সালের জুলাই মাসে এফআইআর-এ উল্লিখিত ব্যক্তিরা একটি অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং ২০শে নভেম্বর মাসে অভিযোগকারীর মায়ের (যেহেতু মৃত) উপর ন্যস্ত সম্পত্তির প্রতারণামূলকভাবে অপব্যবহার করে তহবিল থেকে টাকা ৬,২৫,০০০ এবং সোনার গয়না ৭,৩০,০০০ টাকা চুরি করে নিয়ে যায়। অভিযোগকারীর মৃত মা কলকাতার সন্তোষপুরে দুটি ফ্ল্যাটে থাকতেন।প্রথম তলায়, ৯ই, ৫ স্ট্রিট, মডার্ন পার্ক, কলকাতা-৭০০০৭৫, যেখানে এফআইআর-এ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আত্মীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে যারা ঋণের আবেদনে প্রতারণামূলকভাবে অভিযোগকারীর মাকে তাদের কাছে সম্পত্তি সরবরাহ করতে প্ররোচিত করত কিন্তু তারা তাদের ভুল উদ্দেশ্যে এবং সময় থেকে একই অপব্যবহার করে।সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ইউকো-ব্যাঙ্ক, সন্তোষপুর শাখা, এ/সি নম্বর ১৭৭০০০০২৮৬৪ থেকে টাকা তুলে নিয়েছে, যা অভিযোগকারীর মায়ের নামে ছিল কিন্তু অভিযোগকারীর দ্বারা অর্থায়িত।*

অভিযুক্ত নম্বর ৩ অভিযুক্ত নম্বর ১ ও ২-এর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এবং অভিযুক্ত নম্বর ১ ও ২-কে মুম্বাইয়ে অবস্থিত যৌথ সম্পত্তির (ফ্ল্যাট নম্বর ২৭,৩ তলা, এলআইসি কলোনি, এ/৬/৫, প্রসন্ন প্রভা অ্যাপার্টমেন্ট, বোরিওয়ালি, পশ্চিম মুম্বাই-৪০০ ০৯২) অবৈধ দখল নেওয়ার নির্দেশ দেয় এবং অভিযোগকারীকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে সে কয়েক মাস পরে টাকা ফেরত দেবে, কিন্তু সে ইচ্ছাকৃতভাবে তা ফেরত দেয়নি।২০১৫ সালের ৭ই মে অভিযোগকারীর মা পুনেতে মারা যান এবং সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নামে সমস্ত এফআইআর অবৈধ ও বেআইনিভাবে যৌথ সম্পত্তির অপব্যবহার করে, তাদের অন্যায় লাভ এবং অন্যায় ক্ষতির জন্য অভিযোগকারীর অংশ থেকে বঞ্চিত করে। অভিযোগকারী যখন তাদের প্রাপ্য অর্থ, গহনা এবং সম্পত্তি ফেরত দিতে বলেন, তখন তারা তাকে মারাত্মক পরিণতির হুমকি দেয় এবং ভাগের জন্য দাবি না করতে বলে।তদন্ত চলাকালীন অভিযোগকারী আরও জানতে পারেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তি ১ এবং ২ মুম্বাইয়ের ফ্ল্যাট সম্পর্কিত ২৭.০৯.২০১৫ তারিখের একটি জাল এবং তৈরি মনোনয়ন জমা দিয়েছেন যদিও তার মা ০৭.০৫.২০১৫-এ মারা গেছেন এবং তাদের গোপন উদ্দেশ্যের জন্য আসল হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এইভাবে তারা প্রতারণা এবং জালিয়াতি করেছে.....”

৫। বলা হয়েছে যে ২০১৭ সালে এফআইআর শুরু করা হয়েছিল কিন্তু আবেদনকারী এবং অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির মা, ২৮.০১.২০১০-এ অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে তার শেষ উইল করেছিলেন।

৬। যে মৃত ব্যক্তির দ্বারা আস্থা ভঙ্গ বা সম্পত্তির অপব্যবহারের কোনও অভিযোগ কখনও কোনও থানায় রেকর্ড করা হয়নি বা তার দ্বারা কখনও কোনও সাধারণ ডায়েরি রেকর্ড করা হয়নি।

৭। অভিযোগকারীর মায়ের মৃত্যুর পর, যখন অভিযোগকারী জানতে পারেন যে মৃত মা অভিযোগকারী সহ তার সন্তানদের মধ্যে সম্পত্তি এবং পৈতৃক গয়না ভাগ করে দিয়েছেন, তখন তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে আবেদনকারী এবং অন্যান্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা এফআইআর দায়ের করেন কারণ তিনি পুরো সম্পত্তিটি চেয়েছিলেন।

৮। ২০১৬ সালের ৯৫ নং টি. এস. নামে একটি স্বত্ব মামলাও অভিযোগকারীর দ্বারা ২০১৭ সালের ১৭ নং সার্ভে পার্ক পি. এস. মামলার অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে, যা আলিপুরের এল. ডি. সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন)-এর সামনে বিচারাধীন রয়েছে, যেখানে এল. ডি. আদালত নির্দেশ দিয়েছে যে যেহেতু মামলা সম্পত্তিতে সহ-অংশীদার জাহাজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, বহুবিধ কার্যধারার মুখোমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে, কোনও তৃতীয় পক্ষের কাছে মামলা সম্পত্তি হস্তান্তর বা হস্তান্তর বা ভাগ হয়ে গেলে আবেদনকারী,-এর অপূরণীয় ক্ষতি এবং ক্ষতি হবে।বিজ্ঞ আদালত একটি আদেশ পাস করতে পেরে খুশি হয়েছিল, যাতে বিরোধী পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে নিষেধাজ্ঞা জারির তারিখ থেকে সীমিত সময়ের জন্য মামলা সম্পত্তির ক্ষেত্রে কোনও তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ তৈরি না করা। উক্ত আদেশটি পাওয়ার পরে এবং অভিযোগকারীর দ্বারা ইতিমধ্যে এই জাতীয় কোনও নিষেধাজ্ঞা আদেশ প্রাপ্ত হয়েছে বা উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে কোনও দেওয়ানি বিরোধ এবং মামলা বিচারাধীন রয়েছে এমন তথ্য প্রকাশ না করে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

৯। আবেদনকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী অয়ন ভট্টাচার্য্য দাখিল করেছেন যে, উপরোক্ত কার্যক্রমে, সার্ভে পার্ক পি.এস. মামলা নং ১৭, ২০১৭ তারিখের ১৭.০১.২০১৭, সম্পূর্ণ ফৌজদারি কার্যক্রম স্পষ্টতই অসৎ উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছে এবং অভিযুক্তদের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে এই কার্যক্রমটি দূষিতভাবে পরিচালিত হয়েছে।

১০। আবেদনকারী অভিযোগকারীর মা হিসাবে অনিমা সেনগুপ্তের করা শেষ উইলের নির্বাহকদের মধ্যে একজন এবং উক্ত পরীক্ষকের মালিকানাধীন/রেখে যাওয়া কোনও সম্পত্তিতে তার কোনও অংশ বা সুদ নেই।

১১। আবেদনকারীকে তাঁর শ্যালিকা অনিমা সেনগুপ্ত তাঁর শেষ উইলের অন্যতম নির্বাহক হিসাবে দায়িত্ব দিয়েছেন এবং সেই অনুযায়ী আবেদনকারী এই মাননীয় আদালতে একটি প্রবেট আবেদন দায়ের করেছেন যা পিএলএ ৯৬/২০১৭ যা বিচারাধীন এবং আবেদনকারী উইলের পরীক্ষকের কোনও সম্পত্তিতে কোনও আগ্রহ ছাড়াই, উইলের নির্বাহক হিসাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করার সময়, অভিযোগকারীর বিরক্তি এবং খারাপ উদ্দেশ্যের শিকার হয়েছেন যা তার মৃত মায়ের দ্বারা তার উপর হস্তান্তর করা হয়নি।

১২। অভিযোগকারী এমনকি সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তরের বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে নিবন্ধিত উইলের তফসিলি সম্পত্তির সমবায় সমিতিকে একটি আইনি নোটিশ পাঠিয়েছিলেন। প্রসন্ন প্রভা কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড নামে সমিতিটি তাদের এলডি-র মাধ্যমে। আইনজীবী শ্রী জি. ভি. নায়েক স্পষ্টভাবে বলেছেন যে নাম পরিবর্তন হয়েছিল, কারণ শ্রীমতী অনিমা সেনগুপ্ত জীবিত থাকাকালীন তাঁর ফ্ল্যাটটি শ্রী পল সেনগুপ্তের পক্ষে ১৭.০১.২০০৯ এবং - এ মনোনীত করেছিলেন।অতএব উইলের প্রোবেট মঞ্জুর না হওয়া পর্যন্ত, যেমন শ্রী পল

সেনগুপ্তের এই ধরনের সমস্ত অধিকার থাকবে এবং এই ধরনের অধিকার কেবল তখনই বিলুপ্ত হয়ে যাবে যখন প্রোবেট আদালতে এর বিপরীত প্রমাণিত হবে। ফ্ল্যাটটির এই ধরনের রেকর্ডিং অভিযোগকারীর মৃত মায়ের দেওয়া মনোনয়ন অনুযায়ী করা হয়েছিল।

১৩। আবেদনকারী সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং অভিযুক্ত অপরাধের সাথে কোনওভাবেই যুক্ত নয় এবং তাৎক্ষণিক মামলায় মিথ্যাভাবে জড়িত করা হয়েছে।

১৪। আবেদনকারী কলকাতার আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস থেকে সুপারিনটেনডেন্ট শ্রী অংশুমান দত্তের মাধ্যমে একটি কারণ দর্শানোর নোটিশও পেয়েছিলেন যে আলিপুরের বিজ্ঞ ৮ম এসিজেএম-এর কাছে বিচারাধীন সার্ভে পার্ক পুলিশ স্টেশন মামলা নম্বর ১৭-এর অধীনে বিচারাধীন ফৌজদারি কার্যধারা অনুসারে তাঁর পাসপোর্ট নম্বর টি২২৩৫৭০৬ কেন বাজেয়াপ্ত করা হবে না। এরপরে, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসার তার সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট শ্রী অংশুমান দত্তের মাধ্যমে আবেদনকারীর পাসপোর্ট নম্বর টি২২৩৫৭০৬-এর পাসপোর্টটি বাজেয়াপ্ত করার জন্য একটি আদেশ জারি করেন। সেই অনুযায়ী পাসপোর্ট আইন, ১৯৬৭-এর ধারা ১০ (৩) (ই)-এর অধীনে আবেদনকারী সুপারিনটেনডেন্টের কাছে শারীরিকভাবে আত্মসমর্পণ করেন।

১৫। যে অভিযোগ এবং তার উপকরণগুলির একটি প্রাথমিক পরীক্ষায়, এটি দেখাবে যে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে এখানে কোনও মামলা তৈরি করা হয়নি এবং যেমন, তাত্ক্ষণিক কার্যধারা এর জন্য দায়বদ্ধ বাতিল করা হবে।

১৬। নথির সমর্থনে সম্পূরক হলফনামা দাখিল করা হয়েছে ফাইল করা হয়েছে।

১৭। রাজ্যের বিদ্বান পরামর্শদাতা কুমারী জারিন এন. খান রেখেছেন প্রমাণের মেমো সহ কেস ডায়েরি।

১৮। যথাযথ পরিষেবা সত্ত্বেও -এর পক্ষে কোনও প্রতিনিধিত্ব নেই বিপরীত পক্ষের সংখ্যা ২।

১৯। নথি এবং কেস ডায়েরি থেকে দেখা যায় যেঃ-

I) অভিযোগকারীর মা ২৮.০১.২০১০ তারিখের একটি উইল রেখে গেছেন যার মধ্যে আবেদনকারী নির্বাহক।

ii) প্রত্যয়িতকারী সাক্ষীদের মধ্যে একজন সিআর.পি.সি এর ১৬১ ধারার অধীনে রেকর্ড করা তার বিবৃতিতে আবেদনকারীকে সমর্থন করেছেন।

iii) এটি অন রেকর্ড যে অভিযোগকারী তার মায়ের সম্পত্তির ক্ষেত্রে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আলিপুরের লার্নড সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) আদালতে বিচারাধীন একটি দেওয়ানি মামলা দায়ের করেছেন, যা তিনি উইল করেছেন।

iv) আবেদনকারীর নির্দিষ্ট মামলাটি হল যে তিনি কেবল উইলের নির্বাহক এবং তাকে কোনও সম্পত্তি হস্তান্তর করা হয়নি।

v) পি. এল. এ -কে উইলের তদন্তের জন্য হাইকোর্টের সামনে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, যা -এর মা দ্বারা কার্যকর করা হয়েছে অভিযোগকারী।

২০। সুতরাং, রেকর্ড করা উপকরণগুলি থেকে, -এর জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি গঠন করে যে আইপিসি ১২০খ/৪০৩/৪০৬ ধারার অধীনে অভিযুক্ত অপরাধ এই মামলায় স্পষ্টভাবে অনুপস্থিত, কারণ স্বীকারযোগ্যভাবে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগকারীর দ্বারা দায়ের করা একটি দেওয়ানি মামলা রয়েছে এবং জড়িত সম্পত্তি উইলের বিষয় যা সম্পর্কিত তদন্তের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

২১। পক্ষগুলির মধ্যে বিশ্বাসের ফৌজদারি লঙ্ঘনের কোনও উপাদান নেই কারণ আবেদনকারীর পক্ষে অভিযোগকারী দ্বারা কোনও দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি।

২২। নথি থেকে এটা স্পষ্ট যে, উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ দেওয়ানি প্রকৃতির এবং উভয় পক্ষের ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থার আদেশ সহ একটি মামলাও বর্তমান ফৌজদারি মামলা দায়ের করার আগে দেওয়ানি আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

২৩। সুপ্রিম কোর্ট বেশ কয়েকটি নজির দিয়ে অভিযোগকারীর দ্বারা কেবল অন্য পক্ষকে হয়রানি করার জন্য শুরু করা এই ধরনের কার্যধারাকে নিরুৎসাহিত করেছে। কিছু রায় নিম্নরূপঃ-

ক) মেসার্স ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন বনাম সর্বশ্রী এনইপিসি ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং অন্যান্য, আপিল (সিআরএল) ২০০২ সালের ৮৩৪-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ২০.০৭.২০০৬ (অনুচ্ছেদ ৮,৯,১০)।

খ) বিড়লা কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম অ্যাডভেন্টজ ইনভেস্টমেন্টস অ্যান্ড হোল্ডিংস, (২০১৯-এর ফৌজদারি আপিল নং ৮৭৭) (অনুচ্ছেদ ৮৬)।

গ) মিতেশ কুমার জে. শা বনাম কর্ণাটক রাজ্য ও অন্যান্য (২০২১ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১২৮৫) (অনুচ্ছেদ ৩৭,৪১,৪২)।

ঘ) আর. নাগেন্দ্র যাদব বনাম তেলেঙ্গানা রাজ্য, ২০২২ সালের ফৌজদারি আপিল নং ২২৯০,১৫ ডিসেম্বর, ২০২২ (অনুচ্ছেদ ১৭)।

ঙ) দীপক গাবা এবং অন্যান্য বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্য ফৌজদারি আপিল নং ২৩২৮,২০২২, জানুয়ারী ০২,২০২৩ (অনুচ্ছেদ ২১,২৪)।

২৪। রমেশ চন্দ্র গুপ্ত বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্য, ২০২২ লাইভ ল (এসসি) ৯৯৩, ফৌজদারি আপিল নং (গুলি).....

এসএলপি-র (সিআরএল.) নং (গুলি) ২০২২-এর ৩৯), সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছেঃ-

১৫। বিনীত কুমার এবং অন্যান্য বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য মামলায় ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে হাইকোর্টের ক্ষমতার পরিধি এবং পরিধি বিবেচনা করার জন্য এই আদালতের একটি সুযোগ রয়েছে এবং আরেকটি, (২০১৭) ১৩ এস. সি. সি ৩৬৯ ৩১শে মার্চ, ২০১৭-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উপরের রায়ের ২২,২৩ এবং ৪১ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা দরকারী হতে পারে যেখানে নিম্নলিখিতগুলি বলা হয়েছিলঃ

২২। বর্তমান মামলার তথ্যে প্রবেশ করার আগে হাইকোর্টের উপর ন্যস্ত ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে এক্তিয়ারের পরিধি এবং পরিধি বিবেচনা করা প্রয়োজন। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারা এই আইনের অধীনে কোনও আদেশ কার্যকর করার জন্য, বা কোনও আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করার জন্য বা অন্যথায় ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য সুরক্ষিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ দেওয়ার জন্য হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

২৩। এই আদালত বারবার ৪৮২ সিআরপিসির ধারার অধীনে হাইকোর্টের এক্তিয়ারের পরিধি পরীক্ষা করেছে এবং ৪৮২ সিআরপিসির ধারার অধীনে হাইকোর্টের এক্তিয়ার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণকারী বেশ কয়েকটি নীতি নির্ধারণ করেছে। কর্ণাটক রাজ্য বনাম এল. মুনিস্বামী (১৯৭৭) ২ এসসিসি ৬৯৯ মামলায় এই আদালতের তিন বিচারকের বেঞ্চ রায় দিয়েছে যে হাইকোর্ট যদি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে অথবা ন্যায়বিচারের লক্ষ্য অনুসারে কার্যধারা বাতিল করা উচিত, তাহলে হাইকোর্ট কোনও কার্যধারা বাতিল করার অধিকার রাখে। রায়ের ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিতটি বলা হয়েছে:

৭। এই পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট একটি কার্যধারা বাতিল করার অধিকারী যদি এই সিদ্ধান্তে আসে যে কার্যধারা চালিয়ে যাওয়া আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে বা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে কার্যধারা বাতিল করা প্রয়োজন। হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা, উভয়ই অপরাধমূলক এবং ফৌজদারি বিষয়ে, একটি স্বাস্থ্যকর জনসাধারণের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যা হল আদালতের কার্যধারাকে হয়রানি বা নিপীড়নের অস্ত্র হিসাবে অবনমিত করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। একটি ফৌজদারি মামলায়, একটি পঙ্গু বিচারের পিছনে আবৃত উদ্দেশ্য, যে উপাদানের উপর রাষ্ট্রপক্ষের কাঠামো নির্ভর করে তার প্রকৃতি এবং এই জাতীয় বিষয়গুলি ন্যায়বিচারের স্বার্থে কার্যধারা বাতিল করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টকে ন্যায়সঙ্গত করবে। ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য নিছক আইনের উদ্দেশ্যের চেয়ে বেশি যদিও আইনসভা দ্বারা তৈরি আইন অনুসারে ন্যায়বিচার পরিচালনা করতে হয়। এই পর্যবেক্ষণগুলি করার জন্য বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা হল যে বিধানটি রাজ্য এবং তার প্রজাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করার জন্য হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে বাঁচাতে চায় তার উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য যথাযথভাবে উপলব্ধি না করলে, সেই প্রধান এক্তিয়ারের প্রস্থ এবং রূপরেখা উপলব্ধি করা অসম্ভব।

৪১। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার সিআরপিসি অধীনে হাইকোর্টকে প্রদত্ত অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ন্যায়বিচারের অগ্রগতির উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি কোনও ব্যক্তির দ্বারা কোনও পরোক্ষ উদ্দেশ্য নিয়ে আদালতের গুরুতর প্রক্রিয়াটির অপব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়, তবে আদালতকে একেবারে দ্বারপ্রান্তে এই প্রচেষ্টাটি ব্যর্থ করতে হবে। আদালত যদি মামলাটি হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল ১৯৯২ এসইউপিপিএল. (১) এস. সি. সি ৩৩৫-এ এই আদালত দ্বারা দৃষ্টান্তমূলকভাবে বর্ণিত কোনও বিভাগে পড়ে তবে মামলা চালানোর অনুমতি দিতে পারে না। বিচারিক প্রক্রিয়া একটি গুরুতর কার্যধারা যা অপারেশন বা হয়রানির উপকরণ হিসাবে রূপান্তরিত করার অনুমতি দেওয়া যায় না। যখন এমন কিছু প্রমাণ থাকে যা ইঙ্গিত করে যে একটি ফৌজদারি কার্যধারা স্পষ্টতই অসৎ উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে এবং কার্যধারা বিদ্বেষপূর্ণভাবে একটি গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে, তখন হাইকোর্ট হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল ১৯৯২ সাপ্লাই (১) এসসিসি ৩৩৫-এ বর্ণিত বিভাগ ৭-এর অধীনে কার্যধারা বাতিল করতে ৪৮২ সিআরপিসির ধারার অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগে দ্বিধা করবে না যা নিম্নলিখিত প্রভাব ফেলে:

'১০২। (৭) যেখানে কোনও ফৌজদারি কার্যধারায় স্পষ্টতই দুর্বোধ্যতার সাথে উপস্থিত করা হয় এবং/অথবা যেখানে অভিযুক্তের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে তাকে অস্বীকার করার লক্ষ্যে বিদ্বেষপূর্ণভাবে কার্যধারা চালু করা হয়।' উপরের বিভাগ ৭ বর্তমান মামলার তথ্যে স্পষ্টভাবে আকৃষ্ট হয়। যদিও, হাইকোর্ট হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল ১৯৯২ এসইউপিপিএল(১) এস. সি. সি ৩৩৫-এর রায়টি উল্লেখ করেছে তবে বর্তমান মামলার প্রাসঙ্গিক তথ্যের বিজ্ঞাপন দেয়নি, যে উপাদানগুলির উপর আই ও দ্বারা চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছিল।সুতরাং, আমরা সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট যে বর্তমানটি একটি উপযুক্ত মামলা যেখানে হাইকোর্টের ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে তার এক্তিয়ার প্রয়োগ করা উচিত ছিল এবং ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করা উচিত ছিল।

১৬। সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে অতিরিক্ত-সাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ বা ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সম্পর্কিত বিষয়ে আইনের ব্যাখ্যা সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সম্ভাব্য পরিমাণে, এই আদালত পর্যাপ্ত দিকনির্দেশনা সংজ্ঞায়িত করেছে যাতে অগণিত ধরণের মামলার একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া যায় যেখানে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত। এই আদালত ১০২ অনুচ্ছেদে রায় দিয়েছে এবং হরিয়ানা রাজ্যে এবং অন্যান্য বনাম ভজন লাল এবং অন্যান্য, ১৯৯২ এসইউপিপিএল. (১) ৩৩৫ নিম্নরূপঃ

"১০২। অধ্যায় XIV এর অধীনে কোডের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিধানের ব্যাখ্যা এবং আইনের নীতিমালার ব্যাখ্যার পটভূমিতে এই আদালত কর্তৃক ধারা 226 এর অধীনে অসাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ বা কোডের ধারা 482 এর অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কিত একাধিক সিদ্ধান্তে বর্ণিত হয়েছে, যা আমরা উপরে উদ্ধৃত এবং পুনরুত্পাদন করেছি, আমরা উদাহরণের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিভাগগুলির মামলাগুলি দিচ্ছি যেখানে এই ধরনের ক্ষমতা কোনও আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করার জন্য বা অন্যথায় ন্যায়বিচারের লক্ষ্যগুলি সুরক্ষিত করার জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে, যদিও কোনও সুনির্দিষ্ট, স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত এবং পর্যাপ্তভাবে পরিচালিত এবং অনমনীয় নির্দেশিকা বা কঠোর সূত্র স্থাপন করা এবং অসংখ্য ধরণের মামলার একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে যেখানে এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত।

(১) যেখানে প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি, এমনকি সেগুলি তাদের মুখের মূল্যে নেওয়া হলেও এবং সেগুলি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হলেও, প্রাথমিকভাবে কোনও অপরাধ গঠন করে না বা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা গঠন করে না।

(২) যেখানে প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের অভিযোগ এবং এফআইআরের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য উপকরণ, যদি থাকে, একটি আমলযোগ্য অপরাধ প্রকাশ করে না, কোডের ১৫৫ (২) ধারার আওতায় ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত কোডের ১৫৬ (১) ধারার অধীনে পুলিশ কর্মকর্তাদের দ্বারা তদন্তের ন্যায্যতা প্রদান করে।

(৩) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অনিয়ন্ত্রিত অভিযোগ এবং তার সমর্থনে সংগৃহীত প্রমাণ কোনও অপরাধের কথা প্রকাশ করে না এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা তৈরি করে।

(৪) যেখানে, এফ. আই আর-এর অভিযোগগুলি একটি আমলযোগ্য অপরাধ গঠন করে না কিন্তু শুধুমাত্র একটি অ-বিচারযোগ্য অপরাধ গঠন করে, সেখানে কোনও পুলিশ অফিসার দ্বারা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত কোনও তদন্তের অনুমতি দেওয়া হয় না যা কোডের ধারা ১৫৫ (২) এর অধীনে বিবেচিত হয়।

(৫) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি এতটাই অযৌক্তিক এবং সহজাতভাবে অসম্ভব যে যার ভিত্তিতে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও এই যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে।

(৬) যেখানে বিধি বা সংশ্লিষ্ট আইনের (যার অধীনে ফৌজদারি কার্যধারা চালু করা হয়েছে) যে কোনও বিধানে প্রতিষ্ঠানটির উপর সুস্পষ্ট আইনি বাধা রয়েছে এবং কার্যধারা অব্যাহত রয়েছে এবং/অথবা যেখানে বিধি বা সংশ্লিষ্ট আইনে কোনও নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে, যা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের অভিযোগের কার্যকর প্রতিকার প্রদান করে।

(৭) যেখানে কোনও ফৌজদারি মামলা স্পষ্টতই অসৎ উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় এবং/অথবা যেখানে মামলাটি দূষিতভাবে অভিযুক্তের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিগত ক্ষোভের কারণে তাকে ঘৃণা করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়।

*১৭। **নীহারিকা ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্যান্য, ২০২১ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি. ৩১৫** মামলায় এই আদালতের সাম্প্রতিক রায়ে এই আদালত কর্তৃক গৃহীত নীতিগুলি ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছে।*

.২৫। বর্তমান মামলাটি ভজন লাল (সুপ্রা)-এর অনুচ্ছেদ ১০২-এর ১ম এবং ৩য় বিভাগের অধীনে পড়ে।

২৬। ২০২৩ সালের সিআরআর ১২৫৪ সংশোধিত আবেদন অনুমোদিত।

২৭। আলিপুরের বিজ্ঞ ৮ম জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারাধীন ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ১২০খ/৪০৩/৪০৬ ধারার অধীনে সার্ভে পার্ক পুলিশ স্টেশন মামলা নং ১৭ তারিখ ১৭.০১.২০১৭-এর কার্যধারা বাতিল করা হয়েছে।

২৮। সমস্ত সংযুক্ত অ্যাপ্লিকেশন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

২৯। অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, খালি থাকে।

৩০। এই রায়ের অনুলিপি প্রয়োজনীয় সম্মতির জন্য মাননীয় ট্রায়াল কোর্টে পাঠানো হবে।

৩১। এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনী মেনে চলার পরে দ্রুত সরবরাহ করা হবে আনুষ্ঠানিকতা।

(বিচারপতি, শম্পা দত্ত (পল))

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly